জন্মগত
কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালু (টাক্‌রা)
কি ও কেন?

কাটা ঠোঁট, কাটা মুখমন্ডল (Cleft lip, Facial Cleft)

এগুলো একধরনের জন্মগত ত্রুটি। মায়ের গর্ভ থেকে কোন শিশু ঠোঁট অথবা মুখ মন্ডলের যে কোন এক বা একাধিক অংশে কাটা নিয়ে জন্ম গ্রহন করলে আমরা তাকে কাটা ঠোঁট বা কাটা মুখমন্ডল বলি।

ফাটা তালু বা টাক্‌রা (Cleft Palate)

মুখ গহ্বরের উপরের অংশকে মুখের তালু বলা হয়, কেউ কেউ আবার টাক্‌রা বলে ইংরেজিতে Palate বলে। মুখ গহ্বরের উপরে ভিতরের দিকের জিহ্বার মত অংশকে আল জিহ্বা ইংরেজিতে Uvula বলে। মায়ের পেট থেকেই শিশু আলা জিহ্বা ও টাক্‌রা ফাটা নিয়ে জন্ম গ্রহন করতে পারে, যা বাহির থেকে দেখা যায় না।

সমস্যার ধরণ

কারও কারও ঠোঁটের যে কোন অংশে সামান্য কাটা থাকতে পারে আবার কারও কারও ঠোঁট কিম্বা মুখমন্ডলের এক বা একাধিক অংশে বিভিন্ন আকারের কাটা থাকতে পারে। ঠোঁট কাটার সাথে কারও কারও দাঁতের মাড়ি, মুখের তালু (টাক্‌রা) ও কাটা থাকতে পারে। এর সাথে নাকের বিকৃতি, চোখের সমস্যা, ইত্যাদি থাকতে পারে। আবার মুখমন্ডলের বাহিরের দিকে ভাল কিন্তু তালু (টাক্‌রা) কিম্বা আল জিহ্বা ফাটা থাকতে পারে।

সংযুক্ত অন্যান্য সমস্যা

কথায় আছে দুর্ভাগ্য একা আসে না। কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালু (টাক্‌রা) – র সাথে আরও অনেক জন্মগত ত্রুটি থাকতে পারে, যেমন হৃৎপিণ্ড, কান, হাত, পা, মেরুদন্ড, মলদ্বার, যৌনাঙ্গ, ইত্যাদির ত্রুটি।

কিভাবে বুঝবেন ?

জন্মের পর পরই শিশুর নাক, মুখ, মুখ গহ্বর, জিহ্বা, কান, হাত, পা, মেরুদন্ড, মলদ্বার, যৌনাঙ্গ, ইত্যাদি ভাল করে দেখে নিতে হবে। কোন সমস্যা দেখলে সাথে সাথে শিশু সার্জনের কাছে নিয়ে যাবেন।

জন্মগত কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালু (টাক্‌রা) কিভাবে হয় ?

মায়ের গর্ভে প্রথমে এক কোষ, এক কোষ থেকে বহু কোষ- ব্যংগাছির মত হ'য়ে আস্তে আস্তে শিশুর বৃদ্ধি ঘটে, শরীরের অংগ-প্রত্যংগ হতে থাকে । গর্ভাবস্থায় প্রথম ৩ মাসের শেষেই পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়। মুখমন্ডল ৫ টা অংশের

জোড়া দিয়ে হয়। এই জোড়া ঠিকমত না হলেই যত বিপত্তি। এ ছাড়াও গর্ভবস্থায় আরও জটিলতা থাকতে পারে। প্রথম তিন মাসের পরপরই আল্ট্রাসনোগ্রাফীর মাধ্যমে এধরনের অনেক বিকৃতি বুঝা যায়।

জন্মগত কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালু (টাক্‌রা) কেন হয় ?

কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালুর সহ কোন জন্মগত ত্রুটিরই সঠিক কারণ জানা যায় নাই, তবে নিম্ন লিখিত নানা কারনে এধরনের সমস্যা হতে পারে-

- বংশগত (বাবা/মা) ।
- বাবা বা মায়ের অতি অল্প বয়স কিম্বা অধিক বয়স।
- নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে।
- পরিবেশ দূষন, তেজস্ক্রীয়তা
- গর্ভাবস্থায় ফলিক এসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ইত্যাদির স্বল্পতা
- গর্ভাবস্থায় পুষ্টিহীনতা
- বাবা বা মায়ের তামাক, জর্দা, ধুমপান, মদ ইত্যাদি নেশা।
- গর্ভাবস্থায় ভুল ঔষধ সেবন।
- গর্ভাবস্থায় কোন জটিল রোগ যেমন ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ (ব্লাড প্রেসার), ব্যাকটেরিয়া কিম্বা ভাইরাস জনিত রোগ, ইত্যাদি।
- গর্ভাবস্থায় স্থুলতা।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের মানসিক পীড়া।

ভুল ধারনা

- **চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ**
- **গর্ভাবস্থায় মাছ/মাংস / তরকারি কাটা**
- **কাটা ঠোঁট ও ফাটা তালু রোগী দেখা**
- **জীন/ভুতের আছর**
- **কারও অভিশাপ**

ইত্যাদি কোন কিছুরই সাথে কোন জন্মগত ত্রুটির কোন সম্পর্ক নাই। এসবই কুসংস্কার।

সামাজিক সমস্যা

- **সবাই মা-কে দোষে।**
- **স্কুলে যেতে পারে না।**
- **টিটকারি করে**

- **মুখ দেখাতে পারে না**
- **চাকরি করতে পারে না**
- **সুপাত্রে বিয়ে হয় না**
- **পরিবারে কেউ বিয়ে করতে চায় না**

প্রতিরোধ

ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ প্রতিকার (চিকিৎসা)-র চেয়ে প্রতিরোধ (রোগ না হতে দেওয়া) ব্যবস্থাই উত্তম। তাই নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমূহ নিতে পারলে জন্মগত ত্রুটি অনেকাংশেই কম হয়-

- গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে থাকা ।
- পুষ্টিকর খাবার গ্রহন করা।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের মানসিক প্রশান্তি ।
- গর্ভাবস্থায় ফলিক এসিড, ভিটামিন বি, ইত্যাদি ভিটামিন জাতীয় খাবার গ্রহণ করা।
- তামাক, ধূমপান, মদ, ইত্যাদি পরিহার করা।
- নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে পরিহার করা।
- বিয়ের আগে/সন্তান ধারনের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অর্থাৎ পরিকল্পিত গর্ভধারণ করা।
- গর্ভধারণের আগে থেকেই বাবা-মা দুই জনকেই সকল নেশা পরিহার করে নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা।
- বুড়ো-বুড়িদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সকল কুসংস্কার থেকে দূরে থাকতে হবে।

কি কি সমস্যা হতে পারে ?

- ✓ বিভৎস চেহারা - সামাজিক সমস্যা, লেখাপড়ায় সমস্যা , মানসিক সমস্যা। এই শিশুরা ঠিকমত স্কুলে যেতে পারে না টিটকারীর কারণে। অনেকে এধরনের পরিবারে সম্পর্ক করতে চায় না।
- ✓ খেতে অসুবিধা - নাক দিয়ে খাওয়া চলে আসা।
- ✓ ঘনঘন শ্বাস কষ্ট- নিউমোনিয়া ।
- ✓ পুষ্টিহীনতা - রোগ প্রতিরোধক শক্তিহীনতা ।
- ✓ কান পাকা- কানে কম শোনা ।
- ✓ নাকি নাকি কথা /দুর্ভোদ্য কথা- লেখাপড়ায় সমস্যা ।
- ✓ দাঁতের সমস্যা ।
- ✓ অর্থনৈতিক সমস্যা ।
- ✓ অকাল মৃত্যুল

চিকিৎসা

জন্মের পরপরই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। কিভাবে খাওয়াতে হবে, অসুখ হলে চিকিৎসা নেওয়া। তার আর কোন জন্মগত সমস্যা আছে কিনা বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের সমস্যা , ইত্যাদি দেখতে হবে।

অপারেশনই এই ধরনের সমস্যার একমাত্র সমাধান। শিশুর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে চিকিৎসকই অপারেশনের সঠিক সময় নির্ধারন করবেন।

সাধারণভাবে শিশু শারিরীক ভাবে সুস্থ থাকলে

ঠোঁট	ঃ ৩ মাস বয়স হইতে
তালু (টাক্‌রা)	ঃ ৬-১২ মাস বয়সের মধ্যে অপারেশন করলে ভালভাবে কথা বলতে পারবে, যদিও এরপরে যে কোন বয়সে করা যায় এবং অপারেশন করলে কথার কিছুটা হলেও উন্নতি হয়।
নাক ও সাথে ঠোঁটের কোন সমস্যা	ঃ ৪-৫ বৎসর বয়সে থাকলে তা।
দাঁতের মাড়ি	ঃ ২-৫ বৎসর বয়সে (যদি অন্যের হাড় পাওয়া যায়)
	ঃ ৫-৮ বৎসর বয়সে (নিজের হাড়) ।
উঁচু-নীচু দাঁত	ঃ ১৪-১৫ বৎসর বয়সে ।

কথা চিকিৎসা বা প্রশিক্ষণ

টাক্‌রা (তালু) ফাটা থাকলে অপারেশন সুন্দরভাবে করার পরও অনেক সময় শিশু সঠিক ভাবে কথা বলতে পারে না। আবার নির্দিষ্ট বয়সের পর বা বড় বয়সে অপারেশন করলে কথা পুরোপুরি টিক হয়না। সে ক্ষেত্রে সময় মত কথা চিকিৎসা বা প্রশিক্ষণ নিতে হয়।